দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রাইমারি স্কুলের ভবন নির্মাণ ও সংস্কার

সারাদেশে কুড়ি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের অবস্থা সঙিন। জরাজীর্ণ এইসব ভবনের কোনোটির ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে, কোনোটির পলেস্তারা খসিয়া রড বাহির হইয়া গিয়াছে। কোনো কোনো স্কুলভবনে ছেলেমেয়েদের ক্লাস করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বাধ্য হইয়া মাঠে, গাছের তলায় ক্লাস নেওয়া হইয়া থাকে। গত শনিবার এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায়, দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই এই ধরনের জরাজীর্ণ স্কুলভবন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারাও বিচলিত। তাহারা অবশ্য বসিয়াও নাই। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পরিস্থিতি জানাইয়া লেখালেখি করিয়া চলিয়াছেন যথারীতি। মাঝেমধ্যে বরাদ্দও আসিয়া যাইতেছে। কিন্তু সমস্যার ইতরবিশেষ ঘটিবার লক্ষণ নাই। নূতন শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ লেখাপড়ার সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারের রহিয়াছে ২২ হাজার কোটি টাকার বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে রহিয়াছে। উপরন্তু নির্মাণ ও সংস্কার কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। অভিযোগ রহিয়াছে যে, নির্মাণের দুয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশিরভাগ ভবন জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, ফাটল দেখা দেয় দেওয়ালে ও ছাদে। খসিয়া পড়ে পলেস্তারা। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবনটি হইয়া পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য।

এই প্রশ্নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাগণ আঙুল তোলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) দিকে। তাহার যৌক্তিক কারণও রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ থাকিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তাহা নাই। প্রাইমারি স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে এলজিইডি। বরাদ্দ আসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে। স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণকাজ হইতেছে কিনা বা হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নাই। যাহাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার নাই, তাহাদের পক্ষে মান যাচাই করা যে সম্ভব নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এলজিইডির নিজস্ব কাজের পরিধি মোটেও কম নহে। ইহার বাহিরে তাহারা অন্য বিভাগের কাজ করিয়া দেয়। অন্য মন্ত্রণালয়ের কাজ মানসম্মত না হইলে, দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সেই মন্ত্রণালয়ের ওপরই যে বর্তাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী! আবার প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন বা সংস্কারের কাজ যদি তিন লক্ষ টাকা বা তাহার চাইতে কম বরাদ্দের হয়, তাহা হইলে সেই কাজটি সম্পন্ন করিয়া থাকে স্কুলের স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি।

প্রাইমারি স্কুলভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ যে প্রায়শ মানসম্মত হয় না, হালফিল পরিস্থিতিই তাহার সাক্ষ্য বহন করে। দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই যখন কোনো ইমারতের ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে বা পলেস্তারা খসিয়া যায়, তখন নির্মাণত্রুটির কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কেবল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলিয়া কথা নহে, সরকারের এমন আরও অনেক মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর রহিয়াছে, যাহাদের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ নাই। সেই মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ কাজ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় মূলগতভাবে কাজটি যে বিভাগের অথবা যে কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরির টাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হইয়া থাকে, তাহাদের কাজ তদারক করিবার মতো ন্যূনতম জনবল থাকা দরকার। সংশ্লিষ্ট উভয় বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকাও জরুরি।